শা'বান ১৪৪৩ হি.

তাদের কতক নিজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে

শায়েখ আবু উমর আল-মুহাজির হাফিযাহুল্লাহ

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্রের অডিও বয়ানের বাংলা অনুলিপি

আত-তামকীন মিডিয়া
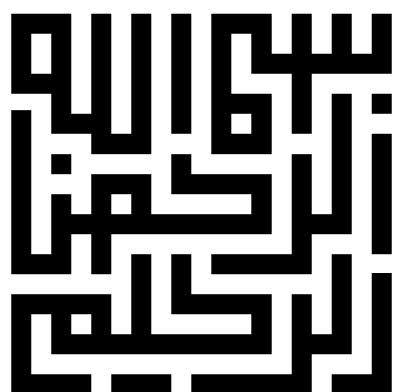
প্রকাশক:

আল-ফুরকান মিডিয়া

শা'বান ১৪৪৩ হিজরি

মূল শিরোনাম:

فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ

অনুবাদ ও সম্পাদনা:

আত-তামকীন মিডিয়া

বর্ণানুক্রম

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর। যিনি তাঁর মুওয়াহিদ বান্দাদেরকে সম্মানিত ও কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন। সালাত ও সালাম -তরবারিসমেত প্রেরিত বিশ্বজগতের জন্য রহমত- রসুলুল্লাহর প্রতি; তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ এবং বিচার দিবস অবধি সৎকর্মে তাঁদের অনুসারীদের প্রতি।

অতঃপর,

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب:23]

﴿মুমিনদের কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত (জিহাদের) ওয়াদা পূর্ণ করেছে। অতঃপর তাঁদের কতক (শাহাদাতের) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষা রত। আর তাঁরা (তাদের লক্ষ্য) পরিবর্তন করেনি।﴾ [আহজাব:২৩]

আমরা পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিম ও দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদেরকে খলিফা, আলেম ও আবেদ, আমিরুল মুমিনিন শায়েখ আবু ইব্রাহিম আল-হাশেমি আল-কুরাইশি এবং দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র মুহাজির শায়েখ আবু হামজা আল-কুরাইশি -تقبلهما الله-এর শাহাদাতের সংবাদ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে তারা অগ্রগামী অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে নিহত হন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁদের দুজনকে আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালিহিনদের সঙ্গে কবুল করেন। তাঁরা কতই না উত্তম সঙ্গী! -إنا لله وإنا إليه راجعون- নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করি।

عين جودي على أسود النّزال — واسكبي الدّمع من سحاب ثقال

قتل الشّيخ والخطوب جسام — بعد عقدين من ورود المعالي

فارس الحرب قد ترجّل عنها — تحت ظلّ الرّصاص والأهوال

يا أميرا للمؤمنين كفانا — أنّكم أهل حلقة وقتال

حاكم حكّم الشّريعة فينا — فنعمنا بها بخير ظلال

عالم عابد مجاهد صدق — صاحب السّبق مستفيض الخصال

إنّ في القتل للرّجال فخارا — وجسورا لهم لخير مآل

وأبو حمزة المهاجر ليث — صادق القول صادق الأفعال

قد رمى بالبيان كلّ جبان — بسهام كانت بغير نصال

سعّر الحرب وانتضى كلّ سيف — من جنود الإسلام والأبطال

رحم الله شيخنا كم تمنّى — أنّ بالقتل خاتم الأعمال

عزم الأسد أن سنثأر حتّى — ترتوي الأرض من دماء الرّجال

قد سمعنا فيما روي وعلمنا — لا تنال الجنان بالآمال

সংঘাতের সিংহদের বিদায়ে চক্ষুগুলোয় বারিধারা

জলধর থেকেও ঝড়ছে আজ প্রবল অশ্রুধারা

শায়েখ নিহত, বিষয়টির বিশালতার নেই কোনো মাত্রা;

সমাপ্ত তার দুই দশকের সুদীর্ঘ এ যাত্রা

যুদ্ধের অশ্বারোহী নেমেছে তার বাহন থেকে;

বুলেট আর আতঙ্কের ছত্রছায়ার নীচ থেকে

হে মুমিনদের আমীর! আমাদের জন্য যথেষ্ট

আপনি ছিলেন সদা সক্রিয় ও সচেষ্ট

মহান শাসক, করেন শারিয়াহ বাস্তবায়ন

যার মাধ্যমে আমরা উপভোগ করেছি সর্বোত্তম শাসন

এক আলেম, আবেদ, ও মুজাহিদ সত্যবাদী

অভিজ্ঞতায় ও গুণে নেই কোনো কমতি

সত্যিকার পুরুষদের জন্য নিহত হওয়াই গৌরব

সর্বোচ্চ লক্ষ্যের পথে এক দুঃসাহসী

আর আবু হামযাহ আল-মুহাজির; এক নির্ভীক সিংহ

কথায় তিনি সত্যবাদী, সত্যবাদী কর্মেও

তার বিবৃতিগুলো ছুড়ে ফেলত প্রত্যেক ভীরু কাপুরুষকে

তা ছিল এক ফলাবিহীন ধারালো বর্শা

লড়াই হচ্ছে আরো উত্তপ্ত

ইসলামের সৈন্য ও বীরদের তরবারি কোষমুক্ত

আল্লাহ আমাদের দুই শায়েখের উপর রহম করুন

নিশ্চয়ই মৃত্যু করে সকল আমল সমাপ্ত

তারা প্রতিশোধ নিবেন - সিংহরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ

যতক্ষণ না পৃথিবী হচ্ছে পুরুষদের রক্তে সিঞ্চিত

আমরা আরও আগেই শুনেছি ও জেনেছি,

শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে যায় না পাওয়া জান্নাত

শায়েখ আবু ইব্রাহিম আল-হাশেমি আল-কুরাইশি, মুমিনদের আমিরত্ব গ্রহণ করেছিলেন শায়েখ আবু বাকর আল-বাগদাদি تقبله الله-র পর। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম পূর্বসূরির সর্বোত্তম উত্তরসূরী। তাঁদের ব্যাপারে আমরা এমনটাই ধারণা করি; আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী। তিনি যে সময়ে দায়িত্ব নেন, তা ছিল এক কণ্টকাকীর্ণ

সময়। শুধুমাত্র আল্লাহর তওফিকে তিনি অবিচল ছিলেন সুদৃঢ় পাহাড়ের ন্যায়, সবকিছু সামলালেন সত্যিকার পুরুষের মতো। আল্লাহ তাঁকে কঠিন দায়িত্ব পালনে সাহায্য করলেন। মুসলিমরা বাইয়াত দিল। মুজাহিদগণ পতাকাতলে একত্রিত হল। তিনি সারিগুলো ঐক্যবদ্ধ করে ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধে লড়লেন। কাফির, মুরতাদ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধীতাকারীর ঘাড়ে চড়াও হলেন খোলা তরবারি হাতে। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তীব্রতা আয-যারকাওয়ীর দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাঁর সর্বশেষ বিজয় ও সবচেয়ে সম্মানজনক অর্জন— গুয়াইরান কারাগার থেকে একটি মহাকাব্যিক যুদ্ধের মাধ্যমে বেশ কিছু বন্দীকে মুক্ত করা। যা শুধু দাওলাতুল ইসলামের সৈন্য ও সেনাপতিদের দ্বারাই সম্ভব। এ লড়াই নাস্তিকদের উঠোনে হয়। এটা ওদের সামর্থ্যের অভাব ও কাঠামগত দুর্বলতা প্রকাশ করে। যা এক ভঙ্গুর পাহাড় প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহর ইচ্ছায় ওদেরকে নিয়ে তা শীঘ্রই ধ্বসে পড়বে। এভাবেই তিনি তাঁর সর্বশেষ আমল করে আল্লাহর শত্রু ক্রুসেডার এবং ওদের মিত্রদের লাঞ্চিত করতে করতে নিহত হলেন তাঁর পছন্দের স্থান— কোনো এক যুদ্ধের ময়দানে। তিনি বিদায় নিয়েছেন মুখোমুখি লড়াই রত অবস্থায়, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নয়। আমরা তাঁর ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি। আল্লাহই তাঁর হিসাব গ্রহণকারী।

শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির -تقبله الله- ছিলেন তাকওয়াবান, মিডিয়ার এক গুপ্ত ঘোড়সওয়ার। শিশিরময় কণ্ঠাধিকারী যার কথাগুলো পৃথিবীর সব প্রান্তে অনুরণিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর বার্তাগুলো তাগুতদের কাঁপিয়ে দিত আর সুসংবাদ মুমিন-অন্তরসমূহ প্রশান্ত করত। তিনি ছিলেন আমিরুল মুমিনিনের জন্য সর্বোত্তম পরামর্শক ও সাহায্যকারী। তিনি শায়েখ আবুল হাসান আল-মুহাজির -تقبله الله-র

পর দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে মুমিনদের উৎসাহিত, গুজব রটনাকারীদের সংশয় খন্ডন ও সত্যবাদী কণ্ঠ দ্বারা সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে আহ্বান জারি রাখেন। যতক্ষণ না সুনিশ্চিত সমাপ্তিতে পৌঁছান। আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি। আল্লাহই তাঁর হিসাব গ্রহণকারী।

শায়েখ আবু ইবরাহিম আল-কুরাইশি নিহত হওয়ার পর দাওলাতুল ইসলামের মজলিসে শূরা বিলম্ব না করে শায়েখের অসিয়তনুযায়ী মুজাহিদদের আহলুল হাল্লি ওল আকদ মুজাহিদ শায়েখ প্রিয় ও ধারালো তলোয়ার আবুল হাসান আল-হাশেমি আল-কুরাইশি -حفظه الله-কে আমিরুল মুমিনিন ও মুসলিমদের খলিফা হিসেবে বাইয়াত প্রদান করে। তিনি এই বাইয়াত কবুল করেছেন -بارك الله فيه-, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাকে হেফাজত ও সাহায্য করেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও পদক্ষেপগুলো সত্যের পথে পরিচালিত করেন। তিনি যেন তাকে সবক্ষেত্রে হেদায়েত দেন ও তাঁর হাতে ভূখন্ডের পর ভূখন্ডের বিজয় ঘটান।

মুসলিমগণ! আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, উঠে দাঁড়ান এবং মুমিনদের আমির ও মুসলিমদের খলিফাকে বাইয়াত দিন। তিনি জিহাদে অভিজ্ঞ ও সত্যবাদী এক ব্যক্তি। আমরা এমনটাই মনে করি, আর আল্লাহই চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণকারী। সম্ভব হলে আমরা তাঁর নাম ও ছবি প্রকাশ করতাম। কিন্তু সবকিছুরই একটি উপযুক্ত সময় আছে। আপনারা খলিফার প্রতি বাইয়াত প্রদানে বিলম্ব বা দ্বিধা করবেন না। ইমাম মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন:

(من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات

وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)

"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হলে তার জন্য কোনো কৈফিয়ত থাকবে না, এবং যে মৃত্যুবরণ করলো আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের চুক্তি নেই সে জাহিলিয়াতের মরা মরলো।" আমরা বর্তমানে তাঁকে ছাড়া কোনো শাসকের কথা জানি না, যে নিয়ন্ত্রাধীন ভূখণ্ডে আল্লাহর শারিয়া বাস্তবায়ন ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

প্রত্যেক উলায়াতে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ:

﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران:200]

﴾আপনারা ধৈর্য ধরে অবিচল থাকুন, সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং আল্লাহকে ভয় করুণ যাতে সফল হন।﴿ আন্তরিকভাবে অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হন। কেননা, যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে ও রণাঙ্গন হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। আর এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এক দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার বীর ইমাম যার; চোখে রাজত্ব ও হাতে কর্তৃত্ব। কাজেই, ক্রোধান্বিত সিংহের ধ্বংসলীলা দেখতে প্রস্তুত হন। আমাদের নেতাদের মৃত্যুতে কাফির-মুশরিক ও মুরতাদদের আনন্দ করার সুযোগ দেব না; আমাদের রক্ত বাষ্পীভূত হয় না, আমাদের অস্ত্রও হয় না ভোঁতা। ক্রুশের পাহারাদার আমেরিকা আল্লাহর নূরকে নিভাতে অক্ষম। যদিও সে প্রতিবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, ওরা যখনই মুওয়াহিদদের কোনো নেতা বা মুজাহিদকে হত্যা করে, তখনই দাওলাতুল ইসলামের -أعزها الله- নির্মূল কিংবা দুর্বল হওয়ার ঘোষণা দেয়; কিন্তু আল্লাহ ওদের প্রতিবারই লাঞ্ছিত করেন। মুসলিম ও মুজাহিদদের সারিগুলো অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা উলটো মুজাহিদদের করে দৃঢ় ও তাঁদের বিশ্বাস আরও মজবুত হয়। মুজাহিদরা তাঁদের নেতাদের নির্ভয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে ও জ্বলন্ত রণাঙ্গনে মারা

যেতে দেখে। নিশ্চয়ই এ মানহাজ ও পথ সঠিক হওয়ার এটিই সবচে বড় দলিল।

অতএব, হে তাওহিদের সিংহ ও ময়দানের অশ্বারোহীরা! হে দ্বীন ও আকিদার প্রহরীরা! আল্লাহকে ভয় করুন আপনাদের জিহাদ, আনুগত্য ও মুসলিমদের জামাতকে আঁকড়ে ধরায়। জবান ও বর্শা দ্বারা মানুষকে আপনাদের রবের দিকে আহ্বান করুন। ভালো কাজ ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করুন, গুনাহ ও অবাধ্যতায় নয়। যেখানেই থাকুক না কেন দুর্বল মুসলিমদের সাহায্য করুন। আপনাদের বন্দী ভাইবোন্দের মুক্তিকে চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র করুন। এটা রসুলুল্লাহ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ-এর আদেশ ও আমিরুল মুমিনিন আবু ইব্রাহিম আল-হাশেমি আল-কুরাইশি تقبله الله-র অসিয়ত; যা তিনি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেন কাজের দ্বারা, কথার মাধ্যমে নয়। আমরা আপনাদের ইমাম ও ভাই-বোনদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে জোর তাকিদ দিচ্ছি। শত্রুদের মাথাগুলো ওদের দেহ থেকে ও নফসগুলো শরীর থেকে আলাদা করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুন। মনে রাখবেন, ধৈর্যের সাথেই বিজয় ও দুঃখের পরই সুখ। আর মুত্তাকিদের জন্যই শুভ সমাপ্তি।

تأهّب فذي فتن ماحقات — فأين السّبيل وأين النّجاة

نجاتك حيث الجماعة كانت — وحيث الإمام بها والهداة

سبيلك للحقّ فالزمه حتّى — تموت عليه فيحلو الممات

خلافتنا جمعت شملنا — وكان لنا قبل ذاك الشّتات

بناها الثّقات بأشلائهم — وإنّا على الدّرب أسد أباة

لنصرة دين وتحكيم شرع — ودار بها تأمن المحصنات

বইছে ধ্বংসাত্মক ফিতনার ঝড়ো হাওয়া

কোন পথে আছে সত্য? কোথায় গেলে যায় মুক্তি পাওয়া?

সেখানেই নাজাত, যেখানে মুসলিমদের জামা'ত

যেখানে তার ইমাম ও নেতৃবৃন্দ

সত্যের পথই আপনার পথ, আঁকড়ে ধরুন শক্ত করে

যতক্ষণ না হয় এর উপর মৃত্যু; নিঃসন্দেহে সে সুমিষ্ট মৃত্যু

খিলাফাহ আমাদের করেছে ঐক্যবদ্ধ

আমারা ছিলাম শতধা বিভক্ত

সত্যবাদীরা গড়েছে একে বিসর্জন দিয়ে নিজ দেহ

চলছি আমরাও এ পথে, একদল দুঃসাহসী সিংহ

লক্ষ্য মোদের দিনের বিজয়, শারিয়ার শাসন

এমন রাষ্ট্র, যা দেয় সতী নারীকে নিরাপত্তা

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

পরিশেষে, সকল প্রশংসা বিশজগতের রব আল্লাহর।

আত-তামকীন মিডিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত